(শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা)

প্রিয়তমাসু,

কলিকাতা

০-১০-৪১

তোমার ওখান থেকে এসে সর্বদাই মনে পড়চে তোমার কথা। বনের শ্যামলতা ও পাখির ডাক, বন-মরচে ফুলের সুগন্ধের সঙ্গে প্রথম হেমন্তের সমস্ত স্মৃতি আর বছরকার পিকনিকের দিন (১) থেকে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে তোমার কাছ থেকে দূরে সরে এলে মনে পড়ে তোমার কত কথা—সেদিনকার আসবার দিনের চোখের জল। মনে হয় এখুনি ছুটে যাই। নিকটে যখন থাকি, তখন এতটা বুঝতে হয়তো পারিনে, কিন্তু একটু দূরে গেলে তুমি তোমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমায় আকর্ষণ করো। ওখানে (২) বলে এসেছিলুম তিন শনিবার যাবো না, এখন মনে হচ্চে এই শনিবারে ছুটে যাব।

আমি ওখান থেকে আসবার দিন খড়গপুর স্টেশনে (৩) একটা লোক রেলে কাটা পড়লো। কুলি বোধ হয়, লাইনের ধারে ছিল বসে, ট্রেন আসবার সময় লাইনে গেল পড়ে। মনটা খারাপ হয়ে গেল লোকটার মৃত্যু দেখে। মনে হল কল্যাণীর কাছে ফিরে যাই।

এখনো সেই ধারাগিরির (৪) গম্ভীর ও মহান অরণ্যভূমির সঙ্গে মিশিয়ে মনে পড়চে তোমার সেদিনকার রান্না, পর্বতারোহণ—এই সঙ্গে গরুরগাড়িতে শালবনে খেয়ে শুয়ে রাত্রিযাপন। স্মৃতির আনন্দ এইভাবেই মনকে সৃষ্টিমুখী করে তোলে। মনে ভেবে দেখ গত এক মাস ঘাটশিলায় (৫) কি আনন্দেই দিন কেটেচে। আজ তাই ভেবে বর্তমানের দিনগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্মৃতিতে আনন্দ, তেমন অন্যদিকে তোমার সঙ্গে যাপিত কত দিনরাত্রির স্মৃতির ব্যথা।

সত্যি কল্যাণী, তুমি আমার মনে খুব বড় আনন্দ বয়ে নিয়ে এসেচ। তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমার মনের বহু খোরাক জুগিয়েছে, বহু অভাব পূর্ণ করেছে। তুমি নিজের বলে আমার মনকে যে কতখানি অধিকার করেচ, তা ভালো করেই বুঝতে পারি, তোমার কাছ ছেড়ে দূরে এলে। গৃহলক্ষ্মী তুমি আমাদের, পূর্ণগৌরবে চিরদিন অধিষ্ঠিতা থাকো গৃহ-মন্দিরে। তোমার অভিনন্দনের ভাষা খুঁজে পাই না। গত এক মাস বড় আনন্দ দিয়েচ (অবিশ্যি শাড়ি কেনার কথাটুকু ছাড়া)।

একটা কথা লিখি, মিতেকে (৬) ও নুটুকে (৭) বোলো। সারা কলকাতায়, হাওড়ায়, বনগাঁয়ে হাহাকার (৮) পড়েচে—বেগুন চার আনা সের, কঁচকলা দু'পয়সা সের, আলু চার আনা, মাছ দশ আনা, শাক চার আনা সের। মূলো তিনটে দু পয়সা। সে হিসাবে ঘাটশিলায় জিনিসপত্র সস্তা। আমি এদিকের ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। ঝিঙে তিন আনা সের। ঘাটশিলায় ঝিঙে সের হিসেবে বিক্রি হয় না।

কলকাতা থেকে লোক সরাবার জন্যে মিটিং বসেচে। বোমা পড়বার ভয়ে বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক আগে সরাচ্ছে। যাদের পল্লীগ্রামে বাড়ি নেই তাদের বড় কষ্ট। দাঁড়াবার জায়গা নেই তাদের। কলকাতায় খুব গোলমাল পড়ে গিয়েচে।

আমি সেদিন মেসে (৯) এসে দেখি আমাদের স্কুলের সেই ছোট ছেলেটা আমার খোঁজ নিতে এসেছিল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, তার মুখে শুনলাম স্কুল মঙ্গল ও বুধবার জগদ্ধাত্রী পুজোয় বন্ধ—সুতরাং কাল স্কুলের ছুটি। ভেবে ভেবে ঠিক করলাম বারাকপুর যাবো। তখনি শেয়ালদায় এসে রাণাঘাট এলাম। কারণ বনগাঁ দিয়ে গাড়ি নেই। রাণাঘাটে মিনুদের (১০) বাড়ি গেলাম, রাত তখন দুটো। কারণ, পরদিন ভোরে ট্রেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে রইলাম—ভোরের ট্রেনে গোপালনগর হয়ে বারাকপুরে আসি। এসময় বারাকপুরের শোভা অপূর্ব, বন-মরচে ফুলের সুবাস

সমস্ত বনে ঝোপে—উঠোনের শিউলি গাছটায় অজস্র ফুল ফুটেচে। ছায়াস্নিগ্ধ হেমন্তের রূপ উছলে পড়ছে মাঠেঘাটে। সবাই বলতে লাগলো—কল্যাণী কোথায়? আমি ধারাগিরি যাওয়ার গল্প করলুম। নীরোদবাবুদের বাড়ির থিয়েটারের গল্প করলুম। বুধবার অর্থাৎ গতকাল নৌকা করে বনগাঁ এলুম।

বনগাঁয় সব ভালো আছে। তোমার বাবা (১১) মফঃস্বলে গিয়েচেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। সুরেন (১২) আবার এসেচে, সত্য (১৩) বদলি হয়েচে। জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে দাদু এসেছিলেন, আমাদের না দেখে খুব দুঃখিত হয়েচেন। এঁরা আমাদের চিঠি না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে টেলিগ্রাম করবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু মঙ্গলবার যুগান্তর-এ গালুডি ও ঘাটশিলার সভার সংবাদ পড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।....

আজ বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় এসেচি সেকেন্ড ট্রেনে। তোমার অভাব বনগাঁতে যথেষ্ট অনুভব করলাম, শূন্য শয্যায় একা শুয়ে। বেলু (১৪) দিদি (১৫) ও মার (১৬) কাছে আমাদের 'ধারাগিরি' রওনা ও তোমাদের পাহাড়ে ওঠার গল্প করা গেল। কিছু বাদ দিইনি। খুকু বেশ ভালো আছে ও বড় হয়েচে। মার শরীর বর্তমানে ভালো। নিলুর মা (১৭) ও কাকিমা (১৮) ৺বিজয়ার দিন এখানে এসেছিল। দেবু (১৯) এসে খুকুকে (২০) নিয়ে গিয়েচে কালীপুজোর সময়—শুনলাম ওরা কাটোয়ায় (২১) বদলী হয়েছে।

দাদু (২২) এখানে চারদিন ছিলেন—সেই সময়ে আমার সব বইগুলো অর্থাৎ তোমাদের বাড়ি যা আছে—সব পড়েছেন এবং শুনলাম উচ্ছ্বসিতভাবে বলেচেন—"জামাই একটা মানুষের মতো মানুষ বটে। বিভূতি যে এত ভালো লেখে তা আমার ধারণা ছিল না।" বেলু ও মায়াদি গল্প করলে।

বনগাঁতে শীত তেমন পড়েনি। কাল রাত্রে আমাদের সেই ছোট ঘরটায় (২৩) শুয়ে গরম বোধ করেছিলাম। এখানে জিনিসপত্রের দর খুব। বেগুন ১০ পয়সা, মাছ চোদ্দো বারো আনা কুচো মাছ ছ'আনা, কাঁচকলা পাঁচ পয়সা সের, আলু সোয়া চার আনা, দুধ টাকায় ৬ সের। সুতরাং ঘাটশিলায় আমি দেখচি এখানকার চেয়ে অনেক জিনিস কিছু সস্তা ছাড়া আক্রা নয়—নুটুকে কথাটা বোলো।

বিভূতিকে বোলো লিচুতলা ক্লাবে (২৩ক) কাল সন্ধ্যায় খুব আড্ডা দিয়েচি। আমাদের সব ভ্রমণ ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা করেছি। মনোজবাবু (২৪), জয়কৃষ্ণ (২৫), গোপালদা (২৬), যতীনদা (২৭) ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন—মিতের কথা সকলেই জিজ্ঞেস করেচে। ওদের বাড়ির কারো সঙ্গে সময়াভাবে দেখা করতে পারিনি। মন্মথদা (২৮) মিতেকে চিঠি দিয়েচেন—যে চিঠি মিতে তোমার এই চিঠি পাওয়ার দিনই পাবে। জিজ্ঞেস করে দেখো সে চিঠি পেলে কিনা। নিলুর কাকা তারাপদ (২৯) ও আহমদ (৩০) চালকীতে এক মস্ত বড় চুরি কেসের আসামী হয়েছিল—শান্ত (৩১) ও উমাকে (৩২) বোলো। ধান চুরি ও গরুরগাড়ির খুরো চুরির মোকদ্দমা। মন্মথদা, অনিল (৩৩), হরিদা (৩৪)—ওরা গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে এসেছে।

এই গেল সব খবর। আজ সকালে বেলু খাবার দিয়ে গেল। আমি যখন পুকুরে স্নান করছি তখন শচীনবাবু (৩৫) বলচে—এঃ এঃ, এ পুকুরে নাইচেন? রামোঃ! আমি বললুম—তা হোক এই ভালো। কাল সন্ধ্যাবেলায় মার ঘরে বসে চা লুচি রসগোল্লা খেলুম। বেলু লুচি ভেজেছিল। সেখানে বসে খেতে খেতে খুব গল্প করা গেল। গুট্‌কে (৩৬) বারাকপুর থেকে আমার সঙ্গে নৌকাতে এসেছিল। খুড়িমাদের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাড়িটা (৩৭) ফাঁকা, তুমি নেই, ঘরটাতে একা শুতে হল—যেন মনে হচ্ছিল কি একটা নেই বনগাঁয়ে—সব আছে—অথচ কি একটা নেই। বনগাঁতে টকি (৩৮) বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুষ্প (৩৯) এখনো সেরে ওঠেনি, মাঝে মাঝে ফিট হয়। সুনীতি (৪০) আসেনি।

আজ এই পর্যন্ত। আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নিয়ো। নুটু, শান্ত ও উমাকে আশীর্বাদ দিয়ো। মিতেকে আমার কথা বোলো।

দেবীপ্রসাদবাবু (৪১) কেমন আছেন? সুবর্ণ, দেবীরা (৪২) আর ঘাটশিলায় এসেছিলেন কি? ভালোই আছি। পত্রের উত্তর দিয়ো।

—ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পরিচয়

(শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত)

১। 'আর বছর পিকনিকের দিন থেকে'॥ বিবাহের কিছুদিন পূর্বে ১৯৪০ খ্রি. নভেম্বর মাসে ভাবী পত্নী কল্যাণী বা শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্বশুর পরিবারের আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিভূতিভূষণ নিজের গ্রাম বারাকপুরের নদীর ধারের বাঁশবনে পিকনিক করেন। সে কথার এখানে উল্লেখ করেছেন।

২। 'ওখানে বলে এসেছিলুম'।। কল্যাণী তখন সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় ছিলেন। বিভূতিভূষণ তখনো'খেলাতচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল'-এর শিক্ষক। অতএব তিন সপ্তাহ পরে আবার ঘাটশিলায় যাবেন—এ কথা সেখানে বলে এসেছিলেন।

৩। খড়গপুর স্টেশনে।। তৎকালীন B.N.R. এবং বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের বিখ্যাত স্টেশন।

৪। ধারাগিরি॥ ঘাটশিলার নিকটে অবস্থিত পাহাড় ও অরণ্য। এখানে একটি জলপ্রপাত ও ঝরনা আছে। পিকনিক করবার বিখ্যাত স্থান।

৫। ঘাটশিলায়।। সিংভূম জেলার একটি থানা। এখানে 'মৌভাণ্ডার' তামার কারখানা ভারতবিখ্যাত।

৬। মিতেকে।। বনগ্রামের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও সাহিত্যরসিক ৺বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের সহপাঠী ছিলেন।

৭। নুটু।। বিভূতিভূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ঘাটশিলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডা. নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। 'হাহাকার'।। তখন জাপানের 'পার্ল হারবার' আক্রমণের আশংকায় সরকার ও জনসাধারণ বিব্রত। ১৯৪১ খ্রি. ডিসেম্বর মাসেই জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

৯। 'আমি সেদিন মেসে এসে'কলকাতায় ৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট (বর্তমানে নাম সূর্য সেন স্ট্রীট)-এর মেস-এর কথা লিখেছেন। বিভূতিভূষণের জীবনের একটা দীর্ঘকাল এই মেস-বাড়িতে কেটেছে। এই মেস-বাড়িতে বসেই 'অপরাজিত', 'দৃষ্টি-প্রদীপ', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার'প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন।

১০। খিনু॥ বনগ্রামের সরকারি চিকিৎসক ৺বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। 'পথের পাঁচালী'তে খিনুর উল্লেখ আছে।

১১। 'তোমার বাবা'।। কল্যাণীর পিতা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি আবগারি বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। তাঁকে কর্ম উপলক্ষে মফঃস্বল সফরে যেতে হোত।

১২। সুরেন।। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—কল্যাণীর পিতার আর্দালী-পিয়ন।

১৩। সত্য।। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্যাণীর পিতার আর্দালী-পিয়ন।।

১৪। বেলু।। কল্যাণীর ভগিনী শ্রীমতী বেলা গোস্বামী। ষোড়শীকান্তের কন্যা।

১৫। দিদি।। অধ্যাপিকা শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়—কল্যাণীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ষোড়শীকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

১৬। মা।। ষোড়শীকান্তের স্ত্রী—স্বর্গতা সাধনা চট্টোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের শাশুড়ি।

১৭। নিলুর মা।। বিভূতিভূষণের ভাগ্নী উমার কাকিমা।

১৮। কাকিমা।। উমার কাকিমা।

১৯। দেবু।। বারাকপুর গ্রামের প্রতিবেশী শরৎকালী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র—দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

২০। খুকু।। বারাকপুর গ্রামের ৺সুসারমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে এঁর অনেক উল্লেখ আছে।

২১। কাটোয়া।। খুকুর স্বামী দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কর্মস্থল। তিনি রেলবিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

২২। দাদু।। ষোড়শীকান্তের শ্বশুর সারদাকান্ত চক্রবর্তী। কল্যাণীর দাদামহাশয়। বিভূতিভূষণ এঁর অধীনে 'খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেট'-এ ভাগলপুর সার্কেল-এর সহকারী ম্যানেজার ছিলেন।

২৩। আমাদের সেই ছোট ঘরটায়।। বিভূতিভূষণ ও কল্যাণী পিত্রালয়ে যে ঘরে রাত্রিযাপন করতেন 'ব্রজেন্দ্র ভবন'—অধুনা 'বসন্ত-স্মৃতি' নাম হয়েছে বাড়িটির।

২৩ক। লিচুতলা ক্লাব।। সাহিত্যরসিক ও বনগ্রামের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ঘরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বনগ্রামের সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ মিলিত হতেন। বাড়ির সামনেই ছিল অসংখ্য লিচু গাছ। সেজন্য বিভূতিভূষণ ক্লাব-এর নাম 'লিচুতলা ক্লাব' রেখেছিলেন।

২৪। মনোজবাবু।। 'সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা'র সম্পাদক মনোজকুমার রায়।

২৫। জয়কৃষ্ণ।। বনগ্রামের ওভারসিয়ার।

২৬। গোপালদা।। অজ্ঞাত।

২৭। যতীনদা।। ব্যবসায়ী ও সাহিত্যরসিক যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৮। মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়। বনগ্রামের বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও সাহিত্যরসিক ও লেখক। এঁরই বৈঠকখানায় অথবা বাড়ির সামনের লিচু-সুপুরির বাগানে 'লিচুতলা ক্লাব' বসতো।

২৯। তারাপদ।। বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী উমার কাকা।

৩০। আহমদ।। চাল্‌কী গ্রামের ধনবান ব্যক্তি।

৩১। শান্ত।। ৺প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের ভগিনী জাহ্নবীর পুত্র।

৩২। উমা।। জাহ্নবীর কন্যা। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

৩৩। অনিল।। অজ্ঞাত।

৩৪। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও বনগ্রামের সমাজসেবী।

৩৫। ৺শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সূর্যী মাসিমার স্বামী। ষোড়শীকান্তের প্রতিবেশী।

৩৬। গুট্‌কে।। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রায়। বারাকপুর গ্রামের প্রতিবেশী ৺ইন্দুভূষণ রায়ের পুত্র।

৩৭। বাড়িটা ফাঁকা—বনগ্রামের শ্বশুরালয়।। "ব্রজেন্দ্র-ভবন" বা অধুনা 'বসন্তস্মৃতি' নামক বাড়ি।

৩৮। টকী।। 'হীরামহল' সিনেমা হল। ষোড়শীকান্তের বাসভবনের অতি সন্নিকটে বিচুলিহাটায় অবস্থিত।

৩৯। পুষ্প।। পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়—বনগ্রামে ষোড়শীকান্তের কন্যাদের বান্ধবী।

৪০। সুনীতি।। সুনীতি ভদ্র—বনগ্রামের প্রতিবেশিনী।

৪১। দেবীপ্রসাদবাবু।। অজ্ঞাত।

৪২। সুবর্ণদেবী।। ব্যারিস্টার ও সাহিত্যিক ৺নীরদারঞ্জন দাশগুপ্তের স্ত্রী।